আলেক্সান্দ্র পুশকিন

জার সালতান, তার ছেলে যশস্বী পরাক্রান্ত মহাবীর রাজা গ্‌ভিদন সালতানভিচ আর অপরূপা রাজকন্যা মরালীর রূপকথা

অঙ্গসজ্জা: ই. বিলিবিন

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: মণীন্দ্র রায়

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন ২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Progress Publishers 21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

জার সালতানের রূপকথা

এই রচনা রুশী সুরকার
ন. আ. রিমস্কি-করসাকোভের
উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
ই. বিলিবিন
১৯০৫

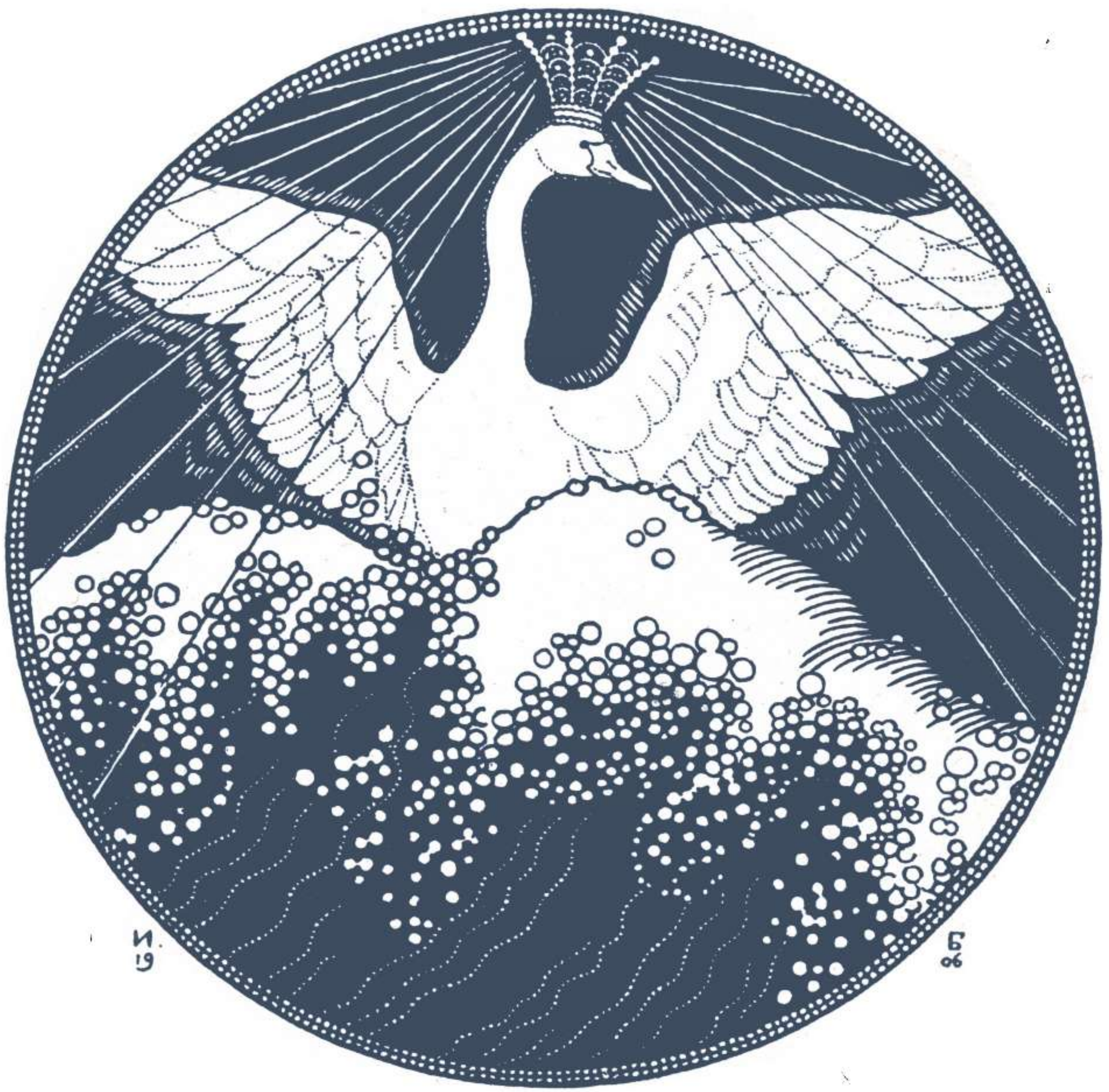
И.
19
Б
06

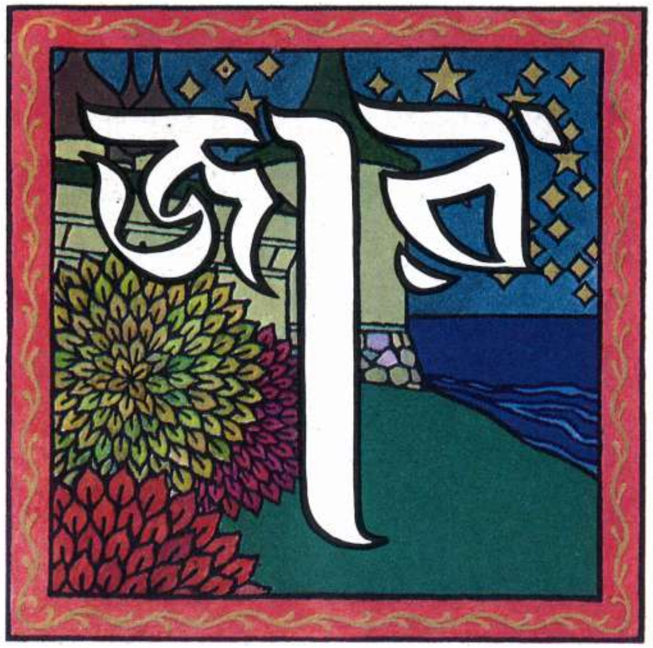

সালতান, তার ছেলে যশস্বী পরাক্রান্ত মহাবীর রাজা গভিদন সালতানভিচ আর অপরূপা রাজকন্যা মরালীর রূপকথা

তিন কন্যে সাঁঝ বেলাতে ব'সে জানলার কাছে,
সুতো কাটছে কথা বলছে কাজের মাঝে মাঝে।
একটি কন্যে বলে, 'যদি হতাম জারের রানি,
নিজেই রেঁধে খাইয়ে দিতাম সারা দুনিয়াখানি।'
মেজো কন্যে বলে, 'যদি জারের ঘরে যাই
কাপড় বুনতাম দুনিয়াজোড়া, তুলনা তার নাই।'
ছোটো বোনটি বলে, 'যদি জার-প্রভু নেন ঘরে
ছেলে দিতাম, জুড়ি নেই তার সারা দুনিয়া 'পরে।'

যেই না বলা ওম্‌নি ওঠে দরজাতে আওয়াজ,
আলোমহলায় ঢুকে পড়লেন স্বয়ং মহারাজ।
সকল কথাই আড়াল থেকে কানে গিয়েছে তাঁর,
শেষ কথাটাই লেগেছিল বিশেষ চমৎকার।
বলেন তিনি, 'মঙ্গল হোক! হও জারের রানি,
পুত্র দিয়ে সত্যি করো তোমার মধুর বাণী!
আর তোমরা আলোমহলা ছেড়ে দিদি দুজন
তাঁতিনী আর রাঁধুনী হও, চলো আমার পেছন।

রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন যখন প্রভু জার
সেই সাঁঝেতেই বিয়ে করলেন, দেরি হল না আর।
বৌভাতের ভোজের সময় বসেন রানির পাশে,
চারদিকেতে অতিথ্ সুজন আনন্দ-উল্লাসে।
হাতির দাঁতের পালঙ্কেতে বরবৌকে রেখে
অতিথিরা বিদায় নিলেন সবাই একে একে।
এদিকে ঐ রসুইখানায় রাঁধুনী বোন ফোঁসে,
তাঁতিনী বোন হিংসে-বুকে কাঁদে কি আপশোষে!
বাসরঘরে ছোটো কন্যে কথা রাখেন তাঁর,
যথাকালেই রাজপুত্তুর দেবেন উপহার।

এমন সময় যুদ্ধ বাধে; তেজী ঘোড়ায় চ'ড়ে
জার সালতান এসে দাঁড়ান মহারানির দোরে।
বলেন তিনি, রানি যেন বেঁচে থাকেন খাসা,
এবং তারই সঙ্গে বাঁচান রাজার ভালোবাসা।
তারপরেতে দূর বিদেশে লড়ছে যখন জার,
রানির কোলে জন্ম নিল তখন রাজকুমার।

বাড়ন্ত সেই ছেলেটি, তার তুলনা মেলে না।
ঈগলছানার পাশে যেন রানি ঈগল মা।
চিঠি দিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠান রানি —
আনন্দ হোক বাপের, শুনে সুখের খবরখানি।
ওদিকে সেই তাঁতিনী আর রাঁধুনী বোন দুটি
কুটিলা এক বুড়িকে নিয়ে বেরোয় গুটি গুটি।
দূতের হাতে রানির চিঠি দখল ক'রে তারা
দূত বদ্‌লে এম্‌নি একটা চিঠি করলে খাড়া:
'কালকে রাতে মহারানির প্রসব হল, হায়,
ছেলে নয় সে, মেয়ে নয় সে, কী যে চেনা দায়।
ইঁদুর নয় সে, ব্যাঙও নয়, বরং অধিকন্তু
দেখলে তাকে মনে হবে অজানা কোন জন্তু।'

খবর শুনে জার-মহারাজ চটে হলেন আগুন,
দূতকে তিনি ফাঁসি দেবেন, ক'রে ফেলবেন খুন!
কিন্তু যা হোক, নরম হয়ে হুকুম পাঠান এই:
'সব ঠিক থাক, হবে যা হবার জার ফিরে গেলেই।'

সকল কথাই আড়াল থেকে কানে গিয়েছে তাঁর,
শেষ কথাটাই লেগেছিল বিশেষ চমৎকার।

হুকুম নিয়ে ছুটতে ছুটতে দূত ফিরল দেশে;
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা ভাবে শেষে
চুরি করবে হুকুমনামা; যে কথা কাজ সেই।
মদ খাইয়ে মাতাল করল দূতকে সহজেই,
ঝুলিতে তার চিঠি বদ্‌লে অন্য চিঠি রাখে;
মাতাল দূত ব'য়ে আনল নকল হুকুমটাকে।
লেখা তাতে: 'ভুঁইয়ারা সব জারের হুকুম শোনো –
খামোকা আর সময় নষ্ট করো না মোটে কোনো,
রানির কোলের বাচ্চা নিয়ে তোমরা সকলে
রানিকে শুদ্ধু ডুবিয়ে দাও জলের অতলে।'
জারের হুকুম, নড়চড় নেই, ভুঁইয়ারা সব কাঁদে,
রানি ও রাজার এমন দুঃখ, কিসের অপরাধে!
যা হোক, এসে রানিমহলে শোনায় রাজার আদেশ
রানি ও তার নতুন ছেলের দুঃখের নেই শেষ।
পিপের ভিতর পুরল তারা রানি ও তার ছেলে,
আলকাতরা মাখিয়ে সেটা গড়িয়ে আনল ঠেলে,
তারপরেতে ছুঁড়ে ফেলল অতল সাগরে।
জার সালতান হুকুম দিলেন, তারাই কী বা করে!

নীল আকাশে ঝিকিমিকি তারা জ্বলছে, আর
নীল সাগরে ছলাৎ ঢেউ চলন্ত পাহাড়;
আকাশ জুড়ে ঝড়ের মেঘ ঘনঘটায় আসে,
একলা পিপে উথাল-পাতাল সাগরজলে ভাসে।

শোকের দিন কাটায় রানি চোখের জল ফেলে,
দণ্ডে দণ্ডে দিনে দিনে বাড়তে থাকে ছেলে।
দিনের পর দিন চলে যায়, ডুকরে ওঠে রানি...
রাজপুত্র ঢেউকে ডেকে শোনায় এই বাণী:
'ঢেউরে আমার ঢেউ, তুই দুরন্ত স্বাধীন,
শান দিস তুই সাগর পারের পাথরে রাতদিন;
মাটির তীর পায়ে মাড়াস, উঁচিয়ে তুলিস জাহাজ,
জলে ডুবিয়ে মারিস না তুই, ডাঙায় নিয়ে যা আজ।'
তরঙ্গ তার কথা শুনল, আলগোছে সে তীরে
পিপেটাকে এনে রেখে আলগোছে যায় ফিরে;
রক্ষা পেল মা ও ছেলে, কিন্তু পিপে থেকে
মাটির ওপর মুক্তি দিয়ে বা'র করবে যে কে!
ভগবান কি ত্যাগ করবেন? উঠে দাঁড়াল ছেলে,
মাথায় চাপ দিয়ে পিপের ডালা তুলল ঠেলে।
ক্লান্ত হয়ে, জিরিয়ে, খোলা রাস্তা দিয়ে সে
পিপে ছেড়ে মাটির 'পরে দাঁড়ালো এসে।
মায়ে-ছেলেতে স্বাধীন, দেখে — ঢালাও মাঠে টিলা;
চতুর্দিকে সাগর যেন নীলার জলে নীলা।
টিলার গায়ে দেখল ছেলে সবুজ ওক গাছ,
ভাবল — ভালো রাতের খাবার চাই আমাদের আজ।
ওক গাছের ডাল ভেঙে সে বাঁকিয়ে ধনুক করে;
রেশমী সুতোয় বেঁধে ক্রুশটি গলায় ছিল প'রে,

সেই সুতোটি দিয়ে ছিলা বাঁধল ধনুকের,
শরের ডাঁটা ভেঙে সরু তীর বানাল ঢের,
তারপর সে টিলা ছেড়ে সাগরতীরে যায়,
ভাবছে মনে যদি বা কিছু শিকার খুঁজে পায়।

সাগর তীরে যেতেই শোনে কীসের আর্ত রব...
এগিয়ে গিয়ে কারণটা তার দেখতে পেল সব।
ঢেউয়ের দোলায় ছটফটিয়ে মরালী এক ভাসে,
পিছনে তার বাজের মতো শিকারী চিল আসে।
পাখা ঝাপ্‌টায় মরালী, তার পিছনে ঢেউ উত্তাল,
চিলের নখও তৈরি, ঠোঁটও রক্তে হবে লাল,
এমন সময় শনশনিয়ে তীর ছুটল, আর
উড়ছিল চিল, তীক্ষ্ম সে তীর গলায় বিঁধল তার।
রাজার ছেলে ধনুক নামায়, দেখল সাগরে
রক্ত ঢেলে পড়ল চিল ঢেউয়ের উপরে।
পাশেই ছিল রাজহংসী, সেও তাকে ঠোকরায়,
কাছিয়ে আসে মরণ তার, জলে সে ডুবে যায়।
হংসী বলে রুশী ভাষায়, 'প্রাণ বাঁচালে, বীর,
খাবার তোমার জুটল না যে, সাগরে পড়ল তীর,
খেদ করো না, এ কষ্ট তো সব কষ্ট নয়,
উপকারের প্রতিদানও দেবোই নিশ্চয়।
মনে করো না মরালীকে করেছ উদ্ধার,
হাঁসের বেশে কুমারী এক, প্রাণ বাঁচালে তার।

বলেন তিনি, রানি যেন বেঁচে থাকেন খাসা,
এবং তারই সঙ্গে বাঁচান রাজার ভালোবাসা।

মেরেছ তুমি চিলকে, কিন্তু জেনো সে চিল নয়,
তীর বেঁধালে কুহকীকে, ভেঙেছ তার ভয়।
সারা জীবন তোমার কথা ভুলব না, কুমার,
সব ঠাঁইতেই দেখা পাবে, শুতে যাও এবার।'

উড়ে গেল রাজহংসী কোন সে আকাশে,
জারপুত্র ফিরে এল জারমহিষীর পাশে;
সারাটা দিন কাটিয়ে দিল অমনি-অমনি, আর,
সন্ধে হলে শুতে গেল, জুটল না আহার।
তারপরেতে জারপুত্র চোখ মেলেছে যেই,
রাতের স্বপন মুছে অবাক দেখে সে সামনেই
মস্তো বড় নগর এক, প্রাচীরে খাঁজ তার,
শাদা প্রাচীর পেরোলে ঐ গির্জা-মঠের সার।
রানিকে সে জাগায়, রানি বলেন দেখে, 'এ কী!'
ছেলে বলে, 'মরালীটাই মজা করছে দেখি।'
মা আর ছেলে নগর পানে চলল তখনি,
ফটকেতে পৌঁছে শোনে ঘণ্টার ধ্বনি।
চতুর্দিকে ঘণ্টা বাজে, লোকেরা জড়ো হয়,
গির্জাতে গায় কোরাসেরা ভগবানের জয়।
পাত্রমিত্র এলেন সবাই সোনার গাড়ি চেপে,
জয় জয়াকার, জয়ধ্বনি ওঠে আকাশ ছেপে।

কুমারকে সেই নতুন দেশের রাজা ব'লে মেনে
মাথায় তারা রাজমুকুট পরিয়ে দিল এনে।
জারমহিষীর অনুমতিটা নিয়ে কুমার তখন
রাজা গ্ভিদন নামে রাজকার্যে দিলেন মন।

হাওয়া বইছে সাগরে, যায় জাহাজ হেলে দুলে;
ঢেউয়ের ওপর ছুটছে যেন বুকভরা পাল তুলে।
জাহাজের লোক অবাক মানে, ভিড় ক'রে সব আসে;
চেনা দ্বীপটায় অবাক কাণ্ড, কীসের ছবি ভাসে।
সোনার চূড়া মাথায় একি নতুন এক নগর,
সোপান-ঘাট সিংদরোজাও মজবুত কী জবর।
ঘাট থেকে তোপ দাগল কামান, জাহাজ ভিড়ল কাছে
সদাগরেরা নেমে এল সিংদরোজার মাঝে।
রাজা গ্ভিদন নেমন্তন্ন করেন তাদের তখন,
ভোজের খাবার দিলেন, মদ দিলেন মনের মতন।
বলেন শেষে, 'অতিথিরা, কী তোমাদের সওদা?
এসব নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, এবার দেখি কও তা।'
জাহাজের লোক বলে, 'এলাম সারা দুনিয়া ঘুরে,
নানারকম দামী সওদা বাক্স-পেটরা পুরে।
বেচে এলাম নেউলের ফার, রুপোলি শেয়াল,
এতদিনে ফিরে যাবার এসে গিয়েছে কাল।

চলেছি সোজা পুবের দিকে, বুয়ান দ্বীপ পেরিয়ে
সালতানের রাজ্যে ফিরব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।'
রাজা তখন বললে তাদের, 'যাত্রা শুভ হোক,
সাগর মহাসাগর ছেড়ে দূর বিদেশের লোক
যাও, যশস্বী সালতানের রাজ্যে ফিরে যাও,
জারকে আমার অভিবাদন প্রণতি জানাও।'
বিদায় দিতে ক্ষুণ্ণ মনে এলেন তীরের পাশে,
দেখেন রাজা সাগরে সেই শাদা মরালী ভাসে।
'হে অপরূপ রাজা আমার, জানাই নমস্কার!
নীরব কেন, মনে কেন বাদল অন্ধকার?
কীসের দুঃখ মনে তোমার?' হংসী বলে তাকে।
রাজা বললে, 'এই অশান্তি খাচ্ছে হৃদয়টাকে:
বাবাকে বড় দেখতে সাধ, দেখি নি কোনো দিন।'
মরালী বলে, 'এই বেদনায় হয়েছ সুখহীন?
শোনো তবে, চাও কি ঐ সমুদ্রের মাঝে,
চলছে জাহাজ, উড়ে যেতে সেই জাহাজের কাছে?
বেশ তো, তবে হও-না মশা।' বলে সাগর জলে
পাখার ঝাপট মেরে ঢেউকে মাতালো উচ্ছলে,
ছলকে ওঠা জলে রাজার ভিজল সারা শরীর,
অমনি ছোটো মশার মতো হলেন সেই বীর!
গুণ্ গুণ্ গুণ্ শব্দ করে উড়ে গেলেন, আর
পাল্লা ধরেন চলন্ত সেই মস্তো জাহাজটার,
নেমে এলেন চুপিচুপি সবার অগোচরে,
ঢুকে পড়লেন জাহাজটার ছোট্ট ফোকরে।

নীল আকাশে ঝিকিমিকি তারা জ্বলছে, আর
নীল সাগরে ছলাৎ ঢেউ চলন্ত পাহাড়;

আকাশ জুড়ে ঝড়ের মেঘ ঘনঘটায় আসে,
একলা পিপে উথাল-পাতাল সাগরজলে ভাসে।

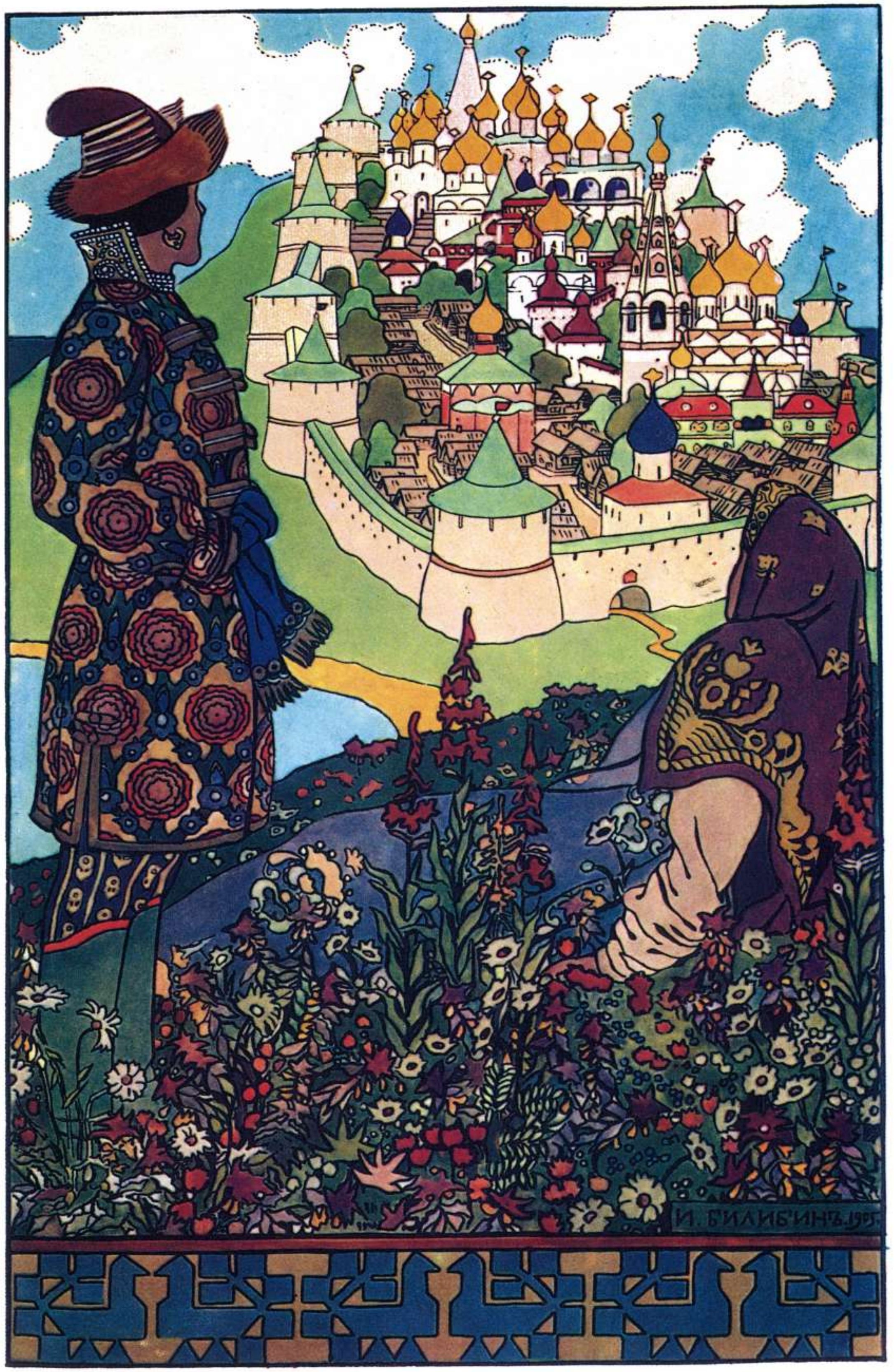

আনন্দেতে বাতাস বয়, জাহাজ আনন্দেতে
বুয়ান দ্বীপ ছেড়ে ছোটে সালতানের দেশ পেতে।
যশস্বী সেই রাজার দেশ, এমন সাধের দেশ,
এবারে তার তীরভূমির মিলেছে উদ্দেশ।
তীরে উঠল সদাগরেরা, জার সালতান ডেকে
সবাইকেই নেমন্তন্ন করেন একে একে।
আর তাদেরই পিছু পিছু মশকরূপী বীর
ঢুকে গিয়ে স্বর্ণসজ্জা দেখেন নগরীর।
জার সালতান সিংহাসনে দরবারের ঘরে
বসে আছেন, সোনার মুকুট মাথায় তাঁর প'রে;
মুখেতে বিষণ্ণ রেখা, মনেতে সুখ নেই;
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি সেই
পাশেই বসে প্যাটপেটিয়ে তাকায় তাঁর দিকে,
জার সালতান পাশে বসান সকল অতিথিকে।
বলেন, 'ওহে তোমরা যতো অতিথি সজ্জন,
ঘুরলে কতো? কোথায় গেলে? দেখলে বা কেমন?
সাগর পারে ঠিক আছে সব, অথবা সে মন্দ?
আজব কিছু দেখলে নাকি, জাগায় যা ধন্ধ?'
'সারা দুনিয়া ঘুরে এলাম, সাগর পারে সব
ভালোই, শুধু দেখে এলাম এইটেই আজব:
ছিল একটা খাড়াই দ্বীপ সমুদ্রের মাঝে,
ডেরা পাতার যোগ্য নয়, নেহাৎই সে বাজে;
একটি মাত্র ওক্ গাছ ছিল তেপান্তরে,
এখন দেখি মাথা তুলেছে ফাঁকা মাঠের পরে
নতুন এক প্রাসাদ আর নতুন রাজ্যপাট,
স্বর্ণচূড় গির্জা, তাতে বাগান পথঘাট;
নতুন সেই রাজ্যটার রাজার নাম গুভিদন;
পাঠিয়েছে তোমায় সে তার শ্রদ্ধা-অভিবাদন।'
জার সালতান অবাক মানেন, বলেন, 'নিজে গিয়ে
আজব দ্বীপ দেখব আমি জাহাজ ভাসিয়ে।
কোথায় সেই রাজা গুভিদন, অতিথ্ হব তার।'
কিন্তু সেই তাঁতিনী, আর রাঁধুনীটা, আর
কুটিলা সেই বুড়িটা যেতে দিতে চায় না তাঁকে;
'সত্যি বাপু, শুনতে বড়ো আশ্চর্যই লাগে,'

গুণ্ গুণ্ গুণ্ শব্দ করে উড়ে গেলেন, আর
পাল্লা ধরেন চলন্ত সেই মস্তো জাহাজটার,

অন্যদিকে চেয়ে চোখ মট্‌কে বলে রাঁধুনী,
'সাগর জলে নগর আর আজব সেই, কি শুনি!
বলছি তবে শোনো, অমন খেলো কথা সে নয়,
বনেতে ফার গাছ, নিচে কাঠবেড়ালি রয়,
সারাটা দিন কাঠবেড়ালি গান গাইছে, আর
চিবিয়ে যাচ্ছে বাদাম, আহা, নেই তুলনা তার,
খোলাগুলো সব সোনা, এবং কোয়াগুলো তার পান্না;
আজব বলে একেই, এমন আজব কিছু আর না।'

জার সালতান অবাক মানেন, মশা ওদিকে রাগে,
কামড়ে দিল মাসির ডান চক্ষুটির ফাঁকে।
ফ্যাকাশে হয়ে মূর্ছা গেল রাঁধুনী, হল কানা;
কুটিলা বুড়ি, দাসদাসী, আর সভাস্থ লোক নানা
চিৎকারেতে ধরতে গেল মশকটিকে তারা।
'কীটাণুকীট, টের পাওয়াচ্ছি মজা হতচ্ছাড়া!'
মশা ওদিকে দিব্যি তখন জানলা দিয়ে বেরিয়ে
নিজের রাজ্যে উড়ে গেল নীল সমুদ্র পেরিয়ে।

আবার গ্‌ভিদন ঘুরে বেড়ান নীল সাগরের তীরে,
তাকিয়ে থাকেন সাগর বুকে, চোখ আসে না ফিরে।
হঠাৎ দেখেন চলন্ত নীল ঢেউয়ের উপরে
শ্বেতমরালী ভাসছে একা সামনে সাগরে।
মরালী কয়, 'হে অপরূপ রাজা, নমস্কার,
নীরব কেন, মনে কেন বাদল অন্ধকার?
কীসের দুঃখ মনে তোমার?' হংসী বলে তাকে।
রাজা বললে, 'এই অশান্তি খাচ্ছে হৃদয়টাকে;

আশ্চর্যের আশ্চর্য দেখতে বড় সাধ,
কোন দেশেতে কোথায় যেন শুনেছি প্রবাদ,
বনেতে ফার গাছ, নিচে কাঠবেড়ালি রয়,
সত্যিই সে আজব কাণ্ড, খেলো কথা সে নয় —
সারাটা দিন কাঠবেড়ালি গান গাইছে, আর
চিবিয়ে যাচ্ছে বাদাম, আহা, নেই তুলনা তার,
খোলাগুলো সব সোনা, এবং কোয়াগুলো তার পান্না,
কিম্বা মিথ্যা এসব, যেমন মিথ্যা কিছু আর না।'
মরালী বলে, 'কাঠবেড়ালির গল্প কিন্তু সত্যি।
ও আজব তো আমিও জানি, মিথ্যা না একরত্তি।
থাক মহারাজ, প্রিয় আমার, খেদ করো না আর,
খুশি মনেই বন্ধু জনের করব উপকার।'
আনন্দেতে ফেরেন রাজা নিজের প্রাসাদে;
আঙিনাতে ঢুকেই দেখেন, ও কী ওখানটাতে?
মস্তো উঁচু ফার গাছটা, তার নিচেতে ব'সে
সোনার বাদাম চিবিয়ে যাচ্ছে কাঠবেড়ালি ক'ষে,
বাদাম থেকে বা'র করছে পান্না রাশি রাশি,
খোলাগুলো সব সাজিয়ে রাখছে তারই পাশাপাশি;
লোকেরা সব দাঁড়িয়ে শুনছে কাঠবেড়ালির গান:
'বাগান দিয়ে পা টিপে ঐ দেখছ তিনি যান।'
রাজা গ্‌ভিদন অবাক, বলেন, 'মরালী হে, শোনো —
ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, তোমারও সুখে কোনো
শেষ না থাকে যেন, যেমন আমার সুখে নেই।'
তারপরেতে কাঠবেড়ালির জন্যে সেখানেই
স্ফটিকের ঘর বানিয়ে দিলেন, বসল পাহারা,
বাদাম খোলার হিসেব রাখতে মুনশীও খাড়া।
এমনি করে ধনরত্ন বাড়ল রাজার যতো,
কাঠবেড়ালির সুনামটাও বাড়ল সেই মতো।

সমুদ্রে বয় হাওয়া, ঠেলা দেয় জাহাজের পালে,
তরতরিয়ে ছোটে জাহাজ ঢেউয়ের তালে তালে।
খাড়াই দ্বীপের পাশ দিয়ে ঐ মস্তো বড় নগর,
ঘাট থেকে তোপ দেগে বলে, জাহাজ করো নোঙর।
সদাগরেরা এগিয়ে যায় সিংদরোজার দিকে,
নেমন্তন্নে ডাকেন গ্‌ভিদন সকল অতিথিকে।
খানাপিনা দিয়ে বলেন, 'অতিথি সজ্জন
কী তোমাদের সওদা? কোথায় চলেছ এখন?'
জাহাজের লোক জবাব দেয়, 'সারা দুনিয়া ঘুরে
দন এলাকার ঘোড়া বেচে, মেয়াদ শেষে দূরে
বুয়ান দ্বীপের পাশ দিয়ে ঐ মহান রাজার দেশ
সালতানের রাজ্যে এবার যাত্রা হবে শেষ।'
রাজা বলেন, 'যাত্রা শুভ হোক তোমাদের, আর
ভালোয় ভালোয় সাগর মহাসাগর হও পার।
মহান রাজা সালতানের কাছে গিয়ে তখন
ব'লো, রাজা গ্‌ভিদন জারকে জানায় অভিবাদন।'

রাজাকে কুর্নিস ক'রে সদাগরের দল
বেরিয়ে এসে যাত্রা করে, আনন্দে উচ্ছল।
রাজা গেল সাগর তীরে, দেখে, মরালীও এসে
নীল সাগরের ঢেউয়ের ওপর খেলে বেড়ায় ভেসে।
মিনতি ক'রে বলেন রাজা, প্রাণটা যে যায় পুড়ে,
মন যে ছুটে যেতে চাইছে পিতার দেশে দূরে।
মরালী তাই রাজার দেহে ছিটিয়ে দিল জল,
এক নিমেষেই মাছি হলেন রাজাও অবিকল।
উড়ে গিয়ে নামেন সাগর-আকাশের মাঝখানে
জাহাজখানার ফোকরেতে পরম সাবধানে।

আনন্দেতে বইছে হাওয়া, আনন্দে জাহাজ যে
বুয়ান দ্বীপ পাশ কাটিয়ে সালতানের রাজ্যে
ছুটে চলেছে, এতো সাধের সাজানো সেই দেশ,
দূরের থেকেই চোখে এবার মিলেছে উদ্দেশ।
তীরে উঠল সদাগরেরা, জার সালতান ডেকে
সবাইকেই নেমন্তন্ন করেন একে একে।
আর তাদের পিছন পিছন দুঃসাহসী বীর
মাছির রূপে রাজপুরীতে হয়েছেন হাজির।

জার সালতান সিংহাসনে দরবারের ঘরে
সোনার সাজে বসে আছেন, মাথায় মুকুট প'রে;
মুখেতে বিষণ্ণ রেখা মনেতে সুখ নেই;
তাঁতিনী, কানা রাঁধুনী, আর কুটিলা বুড়ি সেই
পাশেই বসে ব্যাঙের মতো তাকায় তাঁর দিকে।
জার সালতান পাশে বসান সকল অতিথিকে।
বলেন, 'ওহে তোমরা যতো অতিথি সজ্জন,
ঘুরলে কতো? কোথায় গেলে? দেখলে বা কেমন?
সাগর পারে ঠিক আছে সব, অথবা সে মন্দ?
আজব কিছু দেখলে নাকি, জাগায় যা ধন্ধ?'
জাহাজের লোক বলে, 'সারা দুনিয়া ঘুরে সব
ভালোই দেখে এলাম, শুধু এইটেই আজব:
সাগরে এক দ্বীপ, তাতে নগর সুমহান,
স্বর্ণচূড় গির্জা তাতে, কোঠা ও বাগান;
রাজপুরীর সামনে এক ফার গাছের কাছে
পোষ-মানা কাঠবেড়ালি এক স্ফটিক ঘরে আছে;
রগুড়ে সে কাঠবেড়ালি, খুশিতে গান গায়,
গাইতে গাইতে সারাক্ষণই বাদামও চিবায়;
যেমন-তেমন নয় সে বাদাম, খোলাগুলো তার সোনার,
খাঁটি পান্নায় তৈরি, আহা, কোয়াগুলো সব তার,
কাঠবেড়ালির পাহারাতে চাকর আছে খাড়া,
সেবা করার দাসদাসীরা হয় না তো কাছ-ছাড়া;
বাদামগুলোর হিসেব রাখতে মুনশী আছে ব'সে;
সৈন্যেরা সব যেতে আসতে সেলাম ঠোকে ক'ষে;
খোলাগুলো সব সরিয়ে নিয়ে মোহর বানায় কতো;
সারা দুনিয়ায় বেচাকেনা হচ্ছে খুশি মতো;
মেয়েরা সব পান্নাগুলো লুকোয় ঝাঁপিতে,
সবাই ধনী সেই দ্বীপে, নেই গরিব কাছে ভিতে।
কুটির নেই, কোঠাই শুধু প্রাসাদের মতন;
সেই দ্বীপেতে রাজা এক থাকেন, নাম গ্‌ভিদন;
জানিয়েছেন জারকে তিনি শ্রদ্ধা-নমস্কার।'
আজব দ্বীপের খবর শুনে অবাক হলেন জার:
'বেঁচে যদি থাকি, দেখে আসব সে দেশ তবে।
অতিথ্‌ হব গ্‌ভিদন রাজার আনন্দ উৎসবে।'

তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি সেই
জারকে কিন্তু যেতে দিতে চায় না কিছুতেই।
বাঁকা হেসে আসল কথা মনের মধ্যে রেখে
তাঁতিনী সেই বোনটা তখন বলে জারকে ডেকে:
'এতে এমন আশ্চর্যের ব্যাপারটা কী বল?
কাঠবেড়ালি পাথর চিবোয় না হয় সেটা হল,
না হয় সোনা ছড়ায় এবং জমায় পান্নারাশি,
এই গল্পেই অবাক হব, শুনেই পাচ্ছে হাসি।
দুনিয়াতে অন্য আরো আজব কাণ্ড আছে।
দুরন্ত এক সাগর, তাতে দুরন্ত ঢেউ নাচে,
সগর্জনে ঝাঁপিয়ে তারা ভাসায় শূন্য তীর,
ওম্‌নি দেখা দেয় সে তীরে তেত্রিশজন বীর।
বর্ম তাদের আগুন যেন, ঝলমলে রঙ তার,
দীর্ঘদেহী যুবক, তাদের নেই তুলনা আর।
দুঃসাহসী, বেপরোয়া, তেত্রিশ বীর সেই,
চের্নোমোর খুড়ো তাদের সঙ্গে সেখানেই।
একেই আমি বলি সবার চেয়ে বেশি আজব।'
অতিথিরা চালাক, থাকেন বিনা তর্কে নীরব।
জার সালতান অবাক মানেন, গ্‌ভিদন গেলেন চ'টে,
মাছি-শরীরে রাজা তখন ভনভনিয়ে ওঠে
উড়ে গিয়ে কামড়ে দেয় মাসির বাম চোখে;
কানা হয়ে সে তাঁতিনীটা চ্যাঁচায় চোখের শোকে;
হল্লা ক'রে সবাই বলে, 'ধর ধর, মার মার;
একটু দাঁড়া, এইবারে দ্যাখ, নেই তোর নিস্তার!'
মাছি-শরীরে রাজা তখন দিব্যি জানলা দিয়ে
সমুদ্রকে পেরিয়ে হাজির নিজের রাজ্যে গিয়ে।
আবার রাজা ঘুরে বেড়ান নীল সাগরের তীরে,
তাকিয়ে থাকেন সাগর-বুকে, চোখ আসে না ফিরে;
হঠাৎ দেখেন চলন্ত নীল ঢেউয়ের উপরে
শ্বেতমরালী ভাসছে একা সামনে সাগরে।
মরালী কয়, 'হে অপরূপ রাজা, নমস্কার!
নীরব কেন, মনে কেন বাদল অন্ধকার?
কীসের দুঃখ মনে তোমার?' হংসী বলে তাকে।
রাজা বলে, 'এই অশান্তি খাচ্ছে হৃদয়টাকে —

ইচ্ছে হচ্ছে আশ্চর্যের আশ্চর্যিকে ধ'রে
নিয়ে আসি নিজের রাজ্যে আমার আপন ক'রে। —
শুনবে কেমন আশ্চর্যি? — কোথায় যেন আছে
দুরন্ত এক সাগর, তাতে দুরন্ত ঢেউ নাচে,
সগর্জনে ঝাঁপিয়ে তারা ভাসায় শূন্য তীর,
ওম্‌নি দেখা দেয় সে তীরে তেত্রিশজন বীর।
বর্ম তাদের আগুন যেন, ঝলমলে রঙ তার;
দীর্ঘদেহী যুবক, তাদের নেই তুলনা আর।
দুঃসাহসী, বেপরোয়া, তেত্রিশ বীর সেই,
চের্নোমোর খুড়ো তাদের সঙ্গে সেখানেই।'
মরালী কয়: 'এরই জন্যে কষ্ট এত তোমার?
এ আজব তো জানা, দুঃখু করো না, প্রাণ আমার!
সামুদ্রিক ঐ বীরেরা সবাই আমার ভাই,
এর জন্যে মন খারাপের কোনো দরকার নাই।
ধৈর্য ধরো, ভাইয়েরা সব অতিথ হবে এসে।'
দুঃখ ভুলে ফেরেন রাজা, ওঠেন মিনার-শেষে,
তাকিয়ে থাকেন নিমেষ-হারা সমুদ্রের জলে।
হঠাৎ সাগর উথাল-পাতাল দুরন্ত উচ্ছলে
আছড়ে প'ড়ে সগর্জনে ভাসায় শূন্য তীর,
ওম্‌নি তীরে যায় দেখা সেই তেত্রিশজন বীর।

বর্ম তাদের আগুনজ্বলা, এগোয় পাশাপাশি;
সামনে খুড়ো, ঝলমলানো শাদা দাড়ির রাশি।
চলছে তারা কদম কদম দূর নগরের দিকে;
মিনার থেকে ছুটে নেমে তখন অতিথিকে
বরণ করেন রাজা পথেই, লোকজনেরা তখন
শশব্যস্তে ছুটে এসে জানায় সম্ভাষণ।
রাজাকে বলে খুড়ো, 'এলাম মরালীর আজ্ঞায়;
যশস্বী এই নগর তোমার, তার পাহারার দায়
এবার থেকে নিলাম আমরা, টহল দেব রোজ,
অতি অবশ্য প্রতিদিনই নিয়ে যাব এর খোঁজ।
সাগর থেকে উঠে সবাই একসঙ্গে মিলে
ঘুরে বেড়াব এই নগরের সুউচ্চ পাঁচিলে।
যা হোক, দেখা হবে আবার শিগ্‌গিরই রাজন্‌,
সময় হল ফিরে যেতে সমুদ্রে এখন;
বড়ই কষ্ট হয় আমাদের ডাঙার বাতাসে।'
এই ব'লে সব ফিরল তাদের সাগর-আবাসে।

সমুদ্রে বয় হাওয়া, ঠেলা দেয় জাহাজের পালে,
তরতরিয়ে ছোটে জাহাজ ঢেউয়ের তালে তালে।
খাড়াই দ্বীপের পাশ দিয়ে ঐ মস্তো বড় নগর,
ঘাট থেকে তোপ দেগে বলে জাহাজ করো নোঙর।
সদাগরেরা এগিয়ে যায় সিংদরোজার দিকে,
নেমন্তন্নে ডাকেন গ্‌ভিদন সকল অতিথিকে।
খানাপিনা দিয়ে বলেন, 'অতিথি সজ্জন,
কী তোমাদের সওদা? কোথায় চলেছ এখন?'
জাহাজের লোক জবাব দেয়, 'সারা দুনিয়া ঘুরে
দামাস্কাসের ইস্পাতের দ্রব্যে জাহাজ পুরে
বেচে এলাম সোনা রুপোর জিনিস মনের মতন;
মেয়াদ শেষে ফিরে যাবার সময় হল এখন,
বুয়ান দ্বীপ ছেড়ে দূরে মহান রাজার দেশ
সালতানের রাজ্যে এবার যাত্রা হবে শেষ।'
রাজা বলেন, 'যাত্রা শুভ হোক তোমাদের, আর
ভালোয় ভালোয় সাগর মহাসাগর হও পার।
মহান রাজা সালতানের কাছে গিয়ে তখন
ব'লো, রাজা গ্‌ভিদন জারকে জানায় অভিবাদন।'

রাজাকে কুর্নিস ক'রে সদাগরের দল
বেরিয়ে এসে যাত্রা করে, আনন্দে উচ্ছল।
রাজা গেল সাগরতীরে, দেখে মরালীও এসে
নীল সাগরের ঢেউয়ের ওপর খেলে বেড়ায় ভেসে।
রাজার সেই একই কথা: প্রাণটা যে যায় পুড়ে।
মন যে ছুটে যেতে চাইছে পিতার দেশে দূরে!
মরালী ফের রাজার দেহে ছিটিয়ে দিল জল,
এক নিমেষেই বোলতা হলেন রাজাও অবিকল।
গুনগুনিয়ে উড়ে গিয়ে ধরেন জাহাজটাকে,
চুপি চুপি নেমে এসে ঢোকেন গলুই-ফাঁকে।

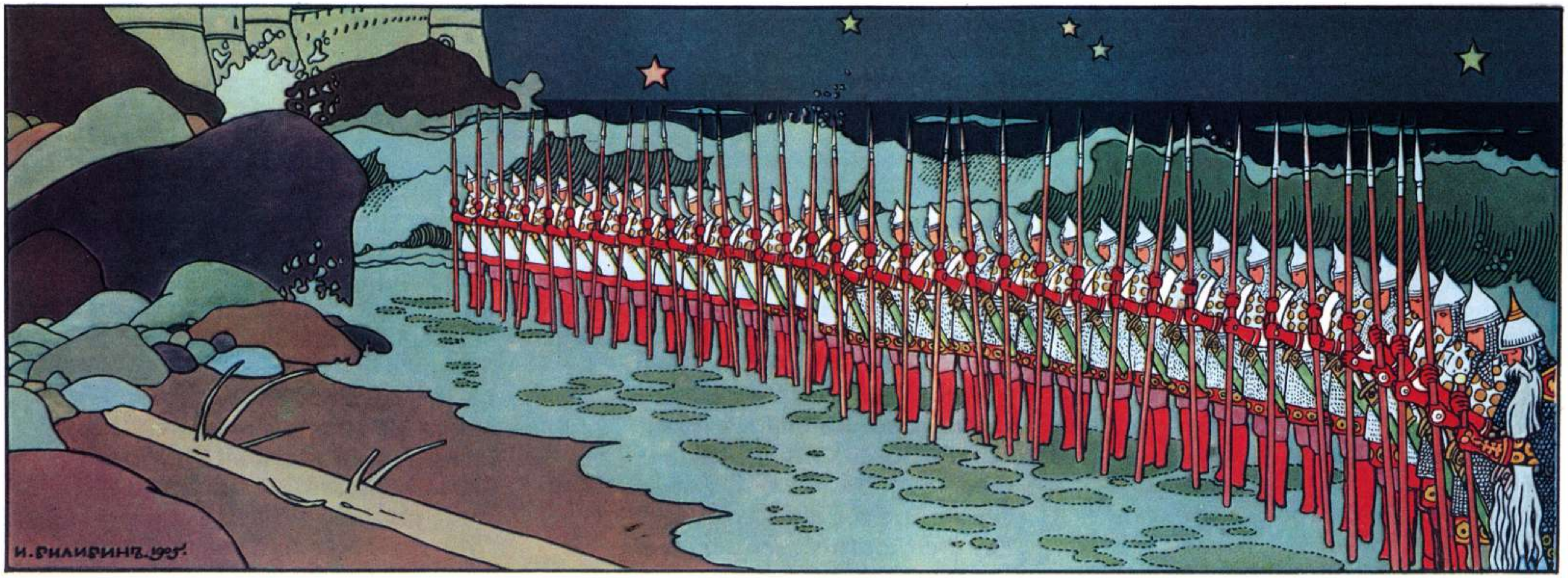

আনন্দেতে বইছে হাওয়া, আনন্দে জাহাজ যে
বুয়ান দ্বীপ পাশ কাটিয়ে সালতানের রাজ্যে
ছুটে চলেছে, এতো সাধের সাজানো সেই দেশ,
দূরের থেকেই চোখে এবার মিলেছে উদ্দেশ।
তীরে উঠল সদাগরেরা, জার সালতান ডেকে
সবাইকেই নেমন্তন্ন করেন একে একে।
আর তাদের পিছন পিছন দুঃসাহসী বীর
বোল্‌তা-রূপে রাজপুরীতে হয়েছেন হাজির।
জার সালতান সিংহাসনে দরবারের ঘরে
সোনার সাজে বসে আছেন, মুকুট মাথায় প'রে।
মুখেতে বিষণ্ণ রেখা, মনেতে সুখ নেই;
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি সেই
পাশেই বসে তিন জনেতে চারটি চোখে চায়।
সাদরে সব অতিথিরা বসার আসন পায়।
বলেন জার, 'ওহে তোমরা অতিথি সজ্জন,
ঘুরলে কতো? কোথায় গেলে? দেখলে বা কেমন?
সাগর পারে ঠিক আছে সব, অথবা সে মন্দ?
আজব কিছু দেখলে নাকি, জাগায় যা ধন্দ?'
জাহাজের লোক বলে, 'সারা দুনিয়া ঘুরে সব
ভালোই দিন কাটল, শুধু এইটেই আজব:
সাগরে এক দ্বীপ, সে দ্বীপে নগর এক, আর
রোজ সেখানে ঘটছে এক তাজ্জব ব্যাপার:
হঠাৎ সাগর উথাল-পাতাল, দুরন্ত উচ্ছলে
অশান্ত ঢেউ জেগে ওঠে নীল সাগরের জলে,
আছড়ে পড়ে সগর্জনে, ভাসায় শূন্য তীর,
আর রেখে যায় তীরের ওপর তেত্রিশজন বীর।
বর্ম তাদের সোনায় মোড়া, ঝলমলে রঙ তার;
দীর্ঘদেহী যুবক, তাদের নেই তুলনা আর।
দুঃসাহসী, বেপরোয়া, তেত্রিশ বীর তারা,
চের্নোমোর খুড়ো থাকেন সামনে তাদের খাড়া।
সাগর থেকে উঠে তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি
সে দ্বীপটাকে রক্ষা করতে আসেন প্রতিদিনই;
এই পাহারার চেয়ে কোনো নির্ভরের ব্যাপার
সারা দুনিয়া খুঁজেও কেউ পাবেন নাকো আর।
সেই দ্বীপেতে রাজা এক থাকেন, নাম গ্‌ভিদন;
জানিয়েছেন জারকে তিনি শ্রদ্ধা-অভিবাদন।'

অবাক জার, বলেন, 'যদি বাঁচি কিছুকাল আর
দেখে আসব সে দ্বীপ, অতিথ্ হবোই সে রাজার।'
তাঁতিনী আর রাঁধুনী তখন টুঁ শব্দটি নয়,
কুটিলা বুড়ি বাবারিখা বাঁকা হাসিতে কয়:
'এই শুনিয়ে অবাক করবে, নয় সে সোজা ততো।
সাগর থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ গোটা কতো
টহল দেয়, সত্যি কথা হোক সে কিম্বা মিছে,
এতে তেমন অবাক হবার ব্যাপার আছে কী যে!
দুনিয়াতে আশ্চর্য সত্যি কি আর অমন,
এই একটা সত্যি কথার প্রবাদ আছে যেমন:
সাগরপারে এক দেশেতে রয়েছে রাজকন্যা
চোখ ফেরানো যায় না, এমন রূপেতে অনন্যা।
তার রূপেতে দিনের আলো হয় যে মলিন কালো,
রাতের কালো অন্ধকারকে করে দেয় সে আলো।
বেণীতে তার ঝলমলানো আধখানা চাঁদ বাঁকা,
কপালেতে জ্বলজ্বলে এক মস্তো তারা আঁকা।
অপরূপ সে রাজকন্যা, ভাসছে যেন ময়ূর;
কথা বললে কুলকুলিয়ে জাগে নদীর সুর।
একেই আমি বলি সবার চেয়ে বেশি আজব।'
অতিথিরা চালাক, থাকেন বিনা তর্কে নীরব।
জার সালতান অবাক মানেন; গ্‌ভিদন যান চটে;
বুড়িকে তবু কাণা করতে ইচ্ছে হয় না মোটে —
দিদিমা সে, চোখ বাঁচিয়ে বসল সে তাই নাকে,
বোলতারূপী রাজপুত্র হুল ফোটালো তাকে।
ফোস্কা নাকে, চ্যাঁচায়, বলে, 'ধর ধর, মার মার;
একটু দাঁড়া, এইবারে দ্যাখ, নেই তোর নিস্তার!'
বোলতারূপী রাজা তখন দিব্যি জানলা দিয়ে
সমুদ্রকে পেরিয়ে হাজির নিজের রাজ্যে গিয়ে।

আবার রাজা ঘুরে বেড়ান নীল সাগরের তীরে,
তাকিয়ে থাকেন সাগর-বুকে চোখ আসে না ফিরে;
হঠাৎ দেখেন চলন্ত নীল ঢেউয়ের উপরে
শ্বেতমরালী ভাসছে একা সামনে সাগরে।
মরালী কয়, 'হে অপরূপ রাজা, নমস্কার!
নীরব কেন, মনে কেন বাদল অন্ধকার?
কীসের দুঃখ মনে তোমার?' হংসী বলে তাকে।
রাজা বলে: 'এই অশান্তি খাচ্ছে হৃদয়টাকে —
সবাই দেখি বিয়ে করে, আমিই কেবল একা;
বিয়ে হয় নি, আপনজনের পেলাম না আর দেখা।' —
'কার উপরে চোখ পড়েছে? ভাবছ বা কার জন্যে?'
'দুনিয়াতে রূপসী এক রয়েছে রাজকন্যে
তার রূপেতে দিনের আলো হয় যে মলিন কালো,
রাতের কালো অন্ধকারকে করে দেয় সে আলো।
বেণীতে তার ঝলমলানো চাঁদ রয়েছে বাঁকা,
কপালেতে জ্বলজ্বলে এক মস্তো তারা আঁকা।
অপরূপ সে রাজকন্যা, ভাসছে যেন ময়ূর,
কথা বললে কুলকুলিয়ে জাগে নদীর সুর।
এই কাহিনী সত্যি নাকি?' বলেই থামেন রাজা,
অপেক্ষাতে থাকেন শুনতে হংসী বলে যা যা।
শ্বেতমরালী নীরব থেকে ভাবল কিছুক্ষণ,
বলল, 'আছে তেমন কন্যে, শুনেছ যেমন।
কিন্তু বৌ তো দস্তানা নয়, প'রেই ফেলবে খুলে,
নয় সে কোমরবন্ধে গুঁজে রাখার মতো তুলে।
তোমার ভালোর জন্যে এটাই দিচ্ছি উপদেশ:
সমস্ত দিক ভাবো এসব আচ্ছা করে বেশ;
অনুশোচনা না হয় যেন মনে কখনো পরে।'
রাজা তখন তার সামনে তিন সত্যি ক'রে
বলেন, বিয়ের সময় তাঁর হয়েছে নিশ্চয়;
সকল দিকই ভেবে দেখেছেন, নেইকো কোনো ভয়।
সুন্দরী সেই রাজকন্যে, তারি জন্যে এখন
বুকের মধ্যে আবেগে মন করছে যেন কেমন।
তার জন্যে হেঁটে যেতেও পারেন অক্লেশে
তিন-নয়ের দেশ পেরিয়ে তেপান্তরের শেষে।
গভীর শ্বাস ফেলে তখন মরালী বলে, 'শোনো,
অমন দূরে দেশে যাবার দরকার নেই কোনো।
জেনে রাখো নিয়তি আজ তোমারই অনুগামী,
খুঁজছ যে রাজকন্যে জেনো, সেই কন্যে আমি।'

সবাই তখন বসেন গিয়ে খাবার টেবিলে

বলেই ডানা মেলে সে ওড়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে,
তারপরেতে তীরে নেমে ঝোপের মধ্যে গিয়ে
গা ঝাড়া দেয়, গা ঝাঁকালে হল সে রাজকন্যে;
বেণীর ফাঁকে আধখানা চাঁদ আটকানো লাবণ্যে;
কপালেতে জ্বলজ্বলে এক তারা জ্বলছে তার,
কী অপরূপ সুন্দরী সে, তুলনা নেই আর!
সামনে যখন এগোয়, আহা, চলছে যেন ময়ূর!
কথা বললে কুলকুলিয়ে জাগে নদীর সুর।
রাজা তখন সুন্দরীকে করেন আলিঙ্গন।
বুকের ওপর ধরে করেন মিষ্টি সম্ভাষণ।
আদরেতে অবিলম্বে আনেন মায়ের কাছে,
পা ছুঁয়ে তাঁর বলেন, 'মাগো, মিনতি এক আছে,
নিজের বৌ ঠিক করেছি, হবে সে তোমার মেয়ে।
অনুমতি চাইছি মাগো, আশীর্বাদ চেয়ে;
সন্তানদের আশীষ দিয়ে শান্ত করো মন —
মিলে-মিশে ভালোবেসে থাকি যেন দুইজন।'
তাদের নত মাথার ওপর দেবতার পট রেখে
আনন্দের অশ্রু চোখে বলেন রানি ডেকে:
'ভগবানের দয়ায় তোদের মঙ্গল হোক, বাছা!'
তারপরেতে দেরি না করে বিয়ে করলেন রাজা।
সুখেই কাটান তাঁরা দুজন, রাজা ও রাজকন্যে।
অপেক্ষাতে দিন গোনেন সন্তানের জন্যে।

সমুদ্রে বয় হাওয়া, ঠেলা দেয় জাহাজের পালে,
তরতরিয়ে ছোটে জাহাজ ঢেউয়ের তালে তালে।
খাড়াই দ্বীপের পাশ দিয়ে ঐ মস্তো বড় নগর,
ঘাট থেকে তোপ দেগে বলে, 'জাহাজ করো নোঙর।
সদাগরেরা এগিয়ে যায় সিংদরোজার দিকে,
নেমন্তন্নে ডাকেন গ্‌ভিদন সকল অতিথিকে।
খানাপিনা দিয়ে বলেন, 'অতিথি সজ্জন,
কী তোমাদের সওদা? কোথায় যাচ্ছোই বা এখন?'
জাহাজের লোক জবাব দেয়, 'সারা দুনিয়া ঘুরে
নিষিদ্ধ সব সওদা দিয়ে জাহাজখানা পুরে
মন্দ নয় সে, ব্যবসা কিছু হল মনের মতন;
মেয়াদ শেষে ফিরে যাবার সময় হল এখন;
বুয়ান দ্বীপ ছেড়ে দূরে মহান রাজার দেশ
সালতানের রাজ্যে এবার যাত্রা হবে শেষ।'
রাজা বলেন, 'যাত্রা শুভ হোক তোমাদের, আর
ভালোয় ভালোয় সাগর মহাসাগর হও পার।
মহান রাজা সালতানের রাজ্যে গিয়ে ব'লো
এই দেশেতে অতিথ্‌ হবেন — সেই ইচ্ছের কী হলো?
এখনো তো চাড় দেখি না করতে আগমন।
জারকে ব'লো করছি আমি শ্রদ্ধা-নিবেদন।'
অতিথিরা যাত্রা করলো; গ্‌ভিদন কিন্তু এবার
ঘরেই রইল বৌকে ছেড়ে মন হল না যাবার।

আনন্দেতে বইছে হাওয়া, আনন্দে জাহাজ যে
বুয়ান দ্বীপ পাশ কাটিয়ে সালতানের রাজ্যে
ছুটে চলেছে, এতো সাধের সাজানো সেই দেশ,
দূরের থেকেই চোখে এবার মিলেছে উদ্দেশ।
তীরে উঠল সদাগরেরা, জার সালতান ডেকে
সবাইকেই নেমন্তন্ন করেন একে একে।
অতিথিরা দেখল, আছেন রাজপুরীতে জার
সিংহাসনে ব'সে মাথায় সোনার মুকুট তাঁর।
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি সেই
দেখল ব'সে রয়েছে তারা জারের পাশেই।
তিন জনেতে চারটি চোখে মিটির মিটির চায়।
সাদরে সব অতিথিরা বসার আসন পায়।
বলেন জার, 'ওহে তোমরা অতিথি সজ্জন,
ঘুরলে কতো? কোথায় গেলে? দেখলে বা কেমন?
সাগর পারে ঠিক আছে সব, অথবা সে মন্দ?
আজব কিছু দেখলে নাকি? জাগায় যা ধন্ধ?'
জাহাজের লোক বলে, 'সারা দুনিয়া ঘুরে সব
ভালোই দিন কাটল, শুধু এইটেই আজব:
সাগরে এক দ্বীপ, তাতে নগর সুমহান্‌,
স্বর্ণচূড় গির্জা তাতে, কোঠা ও বাগান;
রাজপুরীর সামনে এক ফার গাছের কাছে
পোষ-মানা কাঠবেড়ালি এক স্ফটিক ঘরে আছে;

কী আশ্চর্য কাঠবেড়ালি সে, খুশিতে গান গায়,
গাইতে গাইতে সারাক্ষণই বাদামও চিবায়;
যেমন-তেমন নয় সে বাদাম, খোলাগুলো তার সোনার,
খাঁটি পান্নায় তৈরি, আহা, কোয়াগুলো সব তার;
কাঠবেড়ালির ভারী খাতির, পাহারা দেয় তাকে।
অবাক কাণ্ড সেই দেশেতে আরো ঘটতে থাকে।
হঠাৎ সাগর উথাল-পাতাল, দুরন্ত উচ্ছলে
অশান্ত ঢেউ জেগে ওঠে নীল সাগরের জলে,
আছড়ে পড়ে সগর্জনে, ভাসায় শূন্য তীর,
আর রেখে যায় তীরের ওপর তেত্রিশজন বীর।
বর্ম তাদের আগুনজ্বলা, ঝলমলে রঙ তার;
দীর্ঘদেহী যুবক, তাদের নেই তুলনা আর।
দুঃসাহসী, বেপরোয়া তেত্রিশ বীর তারা;
চের্নোমোর খুড়ো থাকেন সামনে তাদের খাড়া।
সেই পাহারার মতো কেউই বিশ্বাসী আর নয়,
তেমনটি আর মিলবে নাকো সারা জগতময়।
আর সেদেশে রাজার বৌ আছেন রাজকন্যা
চোখ ফেরানো যায় না, এমন রূপেতে অনন্যা।
তার রূপেতে দিনের আলো হয় যে মলিন কালো,
রাতের কালো অন্ধকারকে ক'রে দেয় সে আলো।
বেণীতে তার ঝলমলানো আধখানা চাঁদ বাঁকা,
কপালেতে জ্বলজ্বলে এক মস্তো তারা আঁকা।

রাজা গ্ভিদন সুশাসনেই সেই রাজ্য চালান,
দেশের সবাই আনন্দেতে গায় তাঁর জয়গান।
জারকে তিনি জানিয়েছেন অভিবাদন ক'রে,
তাঁর মনেতে বড়ই অভিমান আপনার 'পরে —
সেই দেশেতে অতিথ্ হবেন বলেছিলেন জার,
এতদিনেও কোনো কিছুই তোড়জোড় নেই তার।'

জারের তখন সইল না আর, ইচ্ছে হল তাঁর
সপ্তডিঙা সাজিয়ে নিয়ে সাগর হবেন পার।
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি সেই
জারকে কিন্তু যেতে দিতে চায় না কিছুতেই।
আজব দ্বীপে যাবেন জার — চায় না তারা মোটে।
জার কিন্তু নিষেধ শুনে গেলেন বিষম চ'টে।
বলেন: 'আমি কে? আমি কি জার, না আমি খোকা?
এই মুহূর্তে যাব আমি, শুনব না আর ধোঁকা।'
বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন দরজাখানা খুলে,
পাল্লাটা তার বন্ধ হল বিকট শব্দ তুলে।

রাজা গ্ভিদন বসে আছেন জানলাটির কাছে,
সামনে তাঁর তরঙ্গহীন সাগর প'ড়ে আছে।

গর্জন নেই, ঝাপট নেই, ঈষৎ বাতাসে
অল্প অল্প কাঁপছে শুধু ঢেউয়ের আভাসে।
ফিরোজা-নীল দিগন্তে তার হঠাৎ সাগর জলে
দেখেন তিনি আসছে জাহাজ ঢেউয়ের সমতলে।
গ্ভিদন তখন ছুটে বেরিয়ে হাঁকেন উঁচু গলায়:
'মা-মণিগো, বৌ-রানি! ঐ দ্যাখো ঢেউয়ের দোলায়
পিতা আসছেন, সপ্তডিঙা ভাসিয়ে এই দেশে;
এক্ষুনি তাঁর জাহাজখানা নোঙর করবে এসে।'
বলেই চোখে তুলে নিলেন দূরবীণ তাঁর গ্ভিদন।
দেখেন, জার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে তখন
দূরবীণ তাঁর চোখে তুলে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে,
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি দাঁড়িয়ে
অবাক চোখে অজানা এই দেশ দেখছে তারা।
আর তখনি কামান থেকে জাগল তোপের সাড়া,
বাজল যতো মিনার থেকে ঘণ্টা সারা দেশে;
সাগর তীরে রাজা গ্ভিদন দাঁড়ান নিজেই এসে।
সেইখানে তাঁর দেখা হল জারের সঙ্গে, আর
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়িটার।
সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে নগরে এলেন গ্ভিদন,
কোনো কথাই কাউকে তিনি জানালেন না তখন।
রাজপুরীতে ঢুকছে সবাই, সিংদরোজার পাশে
রোদ্দুরেতে সোনার বর্ম ঝিলিক দিয়ে হাসে।

জারের চোখে পড়ল তখন তেত্রিশ বীর সেই,
দীর্ঘদেহী যুবক, তাদের তুলনা আর নেই।
দুঃসাহসী, বেপরোয়া, তেত্রিশ বীর তারা,
চের্নোমোর খুড়ো আছেন সামনে তাদের খাড়া।
এর পরেতে আসেন জার প্রশস্ত চত্বরে,
দেখেন, ফার গাছের নিচে বসে মাটির 'পরে
কাঠবেড়ালি সোনার বাদাম চিবোয়, গান গায়।
পান্নাগুলি বার করে সে জমাচ্ছে ঝোলায়।
সোনার খোলা ছড়িয়ে আছে সারা আঙিনা জুড়ে।
এই সময়ে অতিথিরা দেখল একি দূরে —

কী অপরূপ বৌ-রানি এক, বেণীতে চাঁদ বাঁকা,
কপালেতে জ্বলজ্বলে তার মস্তো তারা আঁকা;
কী আশ্চর্য সুন্দরী সে — হাঁটছে ময়ূরী!
এগিয়ে আসে, সঙ্গে নিয়ে নিজের শাশুড়ী।
সামনে চেয়ে দেখেন জার — দাঁড়িয়ে আছেন এ কে?
আবেগে মন উথলে ওঠে রানিকে তাঁর দেখে।
'কাকে দেখছি? ব্যাপারটা কী? হল কী আজ!' ব'লে
আটকে আসে নিঃশ্বাস তাঁর, চোখ ভেসে যায় জলে।
রানিকে জার আলিঙ্গনে টানেন বুকের মাঝে।
পুত্র এবং বধূকে তিনি ডাকেন তাঁর কাছে।

সবাই তখন বসেন গিয়ে খাবার টেবিলে
আনন্দ ভোজ চলল তখন সকলে মিলে।
তাঁতিনী আর রাঁধুনী আর কুটিলা বুড়ি তখন
স'রে পড়তে গা ঢাকা দেয় এ-কোণ থেকে ও-কোণ।
লোকজনেরা সময় মতো তাদের পাকড়ে ধরে,
ডুকরে কেঁদে সকল দোষই তারা কবুল করে।
কিন্তু পাছে নষ্ট হয় উৎসবের আবেশ,
তিনজনকেই দেশে ফেরার দিলেন জার আদেশ।
তারপরেতে দিন কাটিয়ে আনন্দ-আহ্লাদে
আধা-মাতাল জারকে সবাই শোওয়ায় বিছানাতে।
আমিও সেই দলে ছিলাম, খেয়েছি মধু, বিয়ার —
কিন্তু তাতে গোঁফ ভিজেছে। পেটে গিয়েছে কি আর!

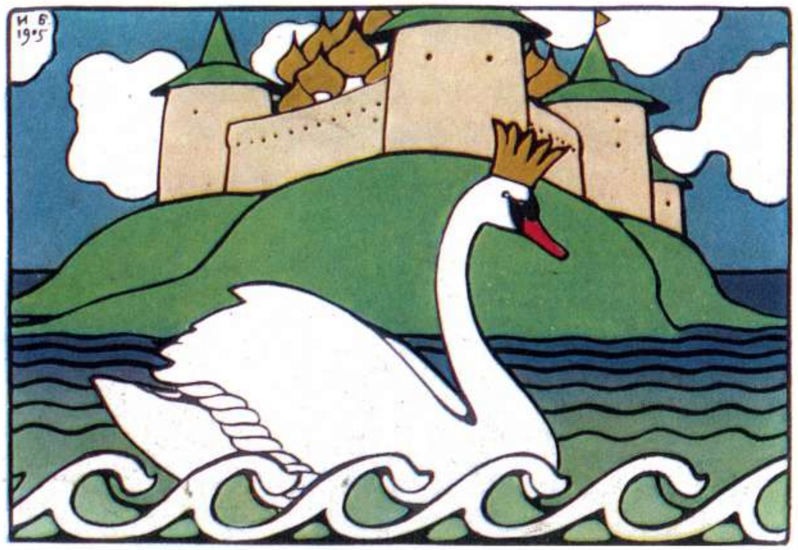

অঙ্গসজ্জা: ই. বিলিবিন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

А. ПУШКИН. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

на языке бенгали

Перевод сделан по книге А. Пушкин. «Сказки». М. «Детская литература», 1970 г

П $\frac{70802\text{-}649}{014(01)\text{-}75}$ 713-75

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৫